ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পাপারাৎজিদের দেখে বেবিবাম্প লুকালেন পরিণীতি চোপড়া? পৃঃ ৫

ভবিষ্যতে মিয়ামিতে মেসির সাথে জুটি বাঁধতে চান নেইমার পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬৮ ● কলকাতা ● ২৬ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১০ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ব্রিগেডে ভিন্ন চেহারায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, খোঁজ নিলেন সভা প্রস্তুতির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্রিগেডে একেবারে ভিন্ন চেহারায় দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আগামিকাল জনগর্জন সভা। আর সেই সভা থেকেই তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হবে বার্তা। তার আগে ব্রিগেডের সভার খুঁটিনাটি আয়োজন খতিয়ে দেখলেন অভিষেক। কথা বললেন কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেও।এ দিকে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছেন শহরে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সমর্থকদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে কর্মী সমর্থকদের। এই বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল করে ব্রিগেডের উদ্দেশ্য রওনা দেবেন কর্মী সমর্থকরা। অভিষেক আজকে সভাস্থলে গিয়ে তেমনই কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন, জিজ্ঞাসা করেন, তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? পাশাপাশি জানান, ব্রিগেড থেকে সাধারণ কর্মী সমর্থকদের বার্তাও দেওয়া হবে।শনিবার দুপুরেই ব্রিগেডের সভা মঞ্চে আয়োজন খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হয়েছিল অভিষেক। সেখানে নিজে মঞ্চে উঠে, র‍্যাম্পে গিয়ে দেখে নিলেন প্রস্তুতি। নিজে মাইক্রোফোন হাতে সাউন্ড চেক করতেও দেখা গেল তাঁকে। পাশাপাশি, দেখে নিলেন মঞ্চের সব দিক থেকে নেতারা সাধারণ মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন কী না,

এরপর ৩ পাতায়

মোদীর সভায় যাওয়ার আগে অভিজিত বললেন

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী সপ্তাহে লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ শুরু হয়ে যাবে। মহা-ভারতে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এই সাধারণ নির্বাচন। যে ভোটে গা ভাসাতে চলেছেন তিনিও। তার আগে শনিবার শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার আগে সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করলেন, বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া উচিত।সেদিক থেকে এদিনের অভিজিতের অভিব্যক্তিও ছিল নজিরবিহীন। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমার মধ্যে শিহরণ ঘটছে। এই প্রথম তাঁকে সামনে থেকে দেখতে পাব। কথা বলার চেষ্টা করব। বিজেপি আমাকে যেভাবে কাছে টেনে নিয়েছে তাতে আমি অভিভূত।কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী জমানায় দু'বার দুই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে হাত পুড়েছে দিল্লির। সুপ্রিম কোর্টে জোরদার ধাক্কা খেতে হয়েছে। সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্ভবত তা অজানা নয়। তার পরেও এদিন প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার আগে অভিজিত বলেন, বাংলায় আইনের শাসন নেই। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা উচিত।

প্রশ্ন হল, প্রধানমন্ত্রীকে এই কথাটা বলতে পারবেন তো অভিজিত?

এদিন শিলিগুড়ির কাওয়াখালির মাঠে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই নিয়ে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে বাংলায় তাঁর চতুর্থ সভা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সভা মঞ্চে অভিজিতের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যেতে পারে। পর্যবেক্ষকদের মতে, সদ্য

এরপর ৩ পাতায়

শাহজাহানের মোবাইল ফোন কোথায়?

বিস্ফোরক তথ্য এক্স হ্যান্ডেলে দিলেন শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে এখন বারবার যাচ্ছেন সিবিআই গোয়েন্দারা। বৃহস্পতিবার-শুক্রবার দফায় দফায় তল্লাশি চালানো হয় শাহজাহানের বাড়ি। আর সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আকুঞ্জিপাড়ার বাসিন্দাদের। কিন্তু কোনওভাবেই তাঁরা নাগালে পাননি শাহজাহানের দুটি মোবাইল ফোন।অন্যদিকে এমন আবহে এক্স হ্যান্ডেলে সিবিআইকে উদ্দেশ্য করে বিস্ফোরক পোস্ট করেন শুভেনদু অধিকারী। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আজ এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেন, শাহজাহানের আইফোন থ্রি পুলিশই নিয়ে রেখেছিল এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের হাতে সেটা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেটি পুলিশের হাতেই রয়েছে নাকি তা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে তা জানতে সিবিআইকে তদন্ত করে দেখতে আর্জি জানাচ্ছি। এই দাবি করার পর আরও হইচই পড়ে গিয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে। কারণ শুভেন্দু অধিকারী একজন পুলিশের নামও উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং গোটা বিষয়টি তাঁর জানা বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন এক্স হ্যান্ডেলে। শাহজাহানের আইফোন থ্রি আমিনুল বলে এক পুলিশ অফিসার নিয়েছেন। আর পুলিশের শীর্ষ কর্তার হাত তা তুলে দিয়েছেন বলে এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এমনকী মোবাইল নম্বর-

এরপর ৩ পাতায়

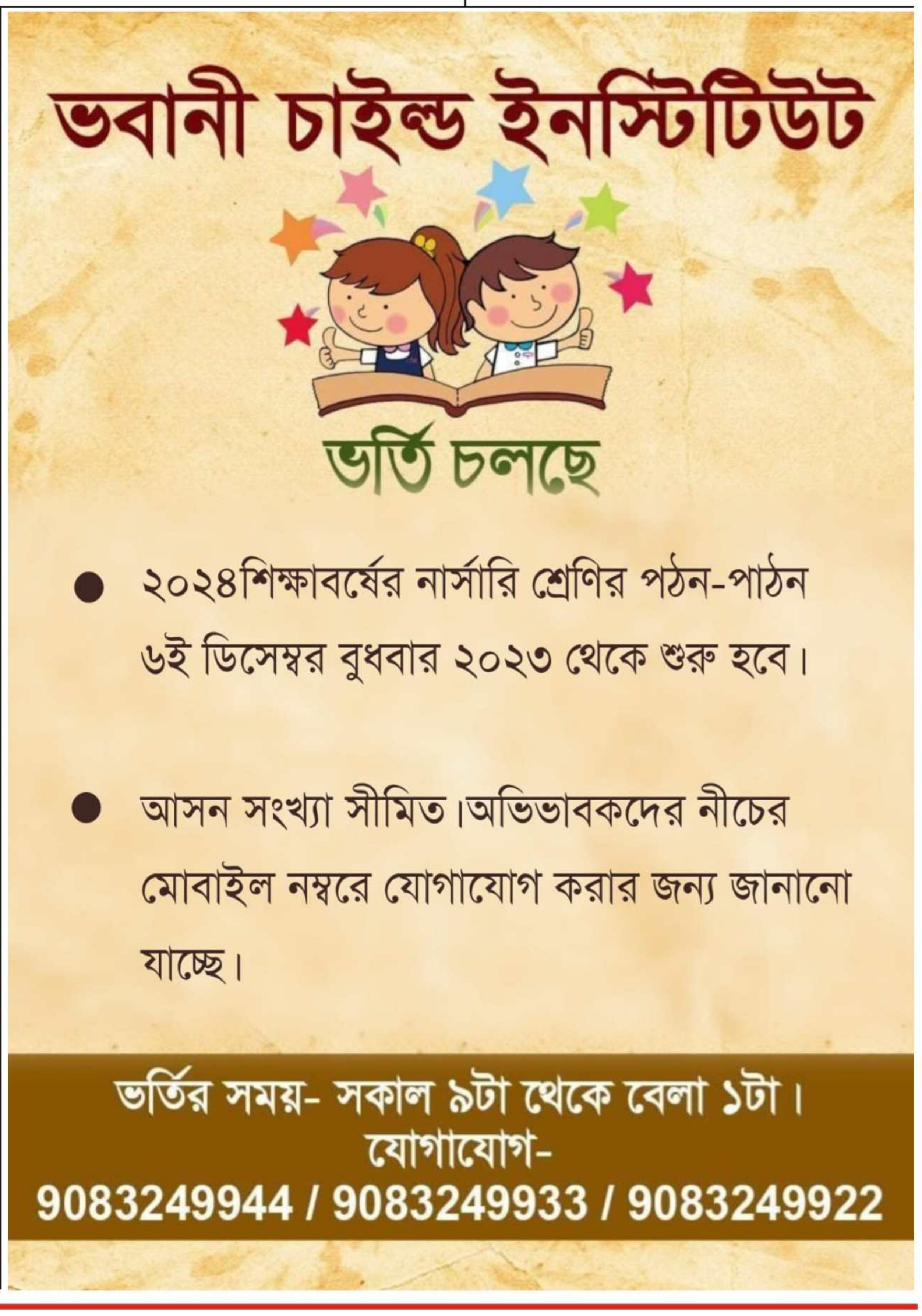

আদিবাসী গ্রামে এল মুখ্যমন্ত্রীর উপহার,

বাহা পরবের প্রস্তুতি ধামসা-মাদলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বসন্ত আসতেই গাছের পুরনো পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই শাখায় শাখায় নতুন পাতা আসবে। ফুল ধরবে। শালগাছের ফুল মাথায় গুঁজে নতুন শাড়ি পরে আদিবাসী মেয়েরা ধামসা মাদলের সুরে নাচবে। গ্রামের ছেলে, বুড়োর দল ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।উতসবের দিনে ধামসা মাদল বাজিয়ে নাচতে না পারায় মনে বেশ দুঃখ হতো ইদলবাটি গ্রামের বাসিন্দা আদিবাসী পরিবারগুলির পুরুষ ও নারীদের মধ্যে। সেই জন্যই তাঁরা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। একমাস আগে মহকুমা শাসক সুভাষিনী ই গ্রামের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধনে এসেছিলেন। সেই সময় গ্রামের বাসিন্দারা তাঁর কাছে ধামসা মাদলের দাবিটি তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে তা পৌঁছে দেওয়ার আবেদনও করেছিলেন। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়েছিলেন আরামবাগে সভা করতে। সেখানেও তাঁর কাছে আবেদন জানান ইদলবাটির বাসিন্দারা। তারপরেই গতকাল অর্থাত শুক্রবার নবান্ন থেকে চলে আসে ২ সেট ধামসা মাদল, যা মুখ্যমন্ত্রী নিজেও খুব পছন্দ করেন। সম্প্রতি জেলা সফরে বার হয়েছিলেন তিনি। সেই সময়েই দেখা যায় বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুরে তিনি যেমন ধামসা বাজিয়েছেন তেমনি মাদলের সুরে মঞ্চে পাও মিলিয়েছেন। এবার তাঁর সৌজন্যেই ইদলবাটির বাহা পরব বেশ রঙিন হয়ে উঠতে চলেছে।গান ও নাচের দলের মহড়া চলছে। দোল পূর্ণিমার পর থেকেই শুরু উতসব, বাহা পরব। গাছে নতুন পাতা, ফুল ও ফল এলেই ধামসা মাদলের সুরে নতুন প্রকৃতিকে আহ্বান জানান আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন, সেটাই বাহা পরব। বাংলার আদিবাসী গ্রামগুলিতে সেই উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এতদিন হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট-২ ব্লকের বেঙ্গাই পঞ্চায়েতের ইদলবাটি গ্রামে সেই উতসব ঠিক যেন ছন্দ পেত না। কেননা সেখানে ছিল না ধামসা মাদল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এবার সেই ছবি বদলে যাচ্ছে। কেননা তিনি এই গ্রামে পাঠিয়েছেন উপহার। তাঁর কার্যালয় থেকে দু'সেট ধামসা মাদল গ্রামে এসে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো উপহার পেয়ে উচ্ছ্বসিত গ্রামের মানুষ।

জলপাইগুড়িতে 'বিষাক্ত' গ্যাস

লিকে অসুস্থ একাধিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘুঘুডাঙা জনতা হিমঘরে 'বিষাক্ত' গ্যাস লিক। গ্যাস লিকেজের ফলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। নাম কুতুবউদ্দিন শেখ। আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর। মৃত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা। ওদিকে উদ্ধারকারী দলের এক দমকল কর্মীও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ আরও ২ জন শ্রমিক। অসুস্থরা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিতসাধীন বলে জানিয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সুস্নাত রায়।জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির ঘুঘুভাঙার ট্যাপরা মারি এলাকার ওই হিমঘরে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩৬৮ কুইন্টাল আলু রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। শনিবার সকালে হিমঘরের শীততাপ নিয়ন্ত্রণর যন্ত্র মেরামতের সময় পাইপ ফেটে যায়। আর তা থেকেই গ্যাস বের হতে থাকে। গ্যাসের গন্ধে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার লোকজন। গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন ২ জন কর্মী। খবর পেয়ে পৌঁছয় পুলিস ও দমকল কর্মীরা। অসুস্থ কর্মীদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ডায়মন্ড হারবার থেকে জলপাইগুড়ির জনতা হিমঘরে কাজ করতে এসেছেন উরগান শেখ। তিনি বলেন, আজ সকালে আমরা হিমঘরে কাজ করছিলাম। সেই সময় আচমকা-ই গ্যাস লিক হয়। দুজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা ভয়ে পালিয়ে আসি। এখন দুজনের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।আজ সকাল নাগাদ ঘটনা। হিমঘর থেকে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস। পরিস্থিতি সামাল দিতে জলপাইগুড়ি থেকে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। খবর দেওয়া হয় হলদিবাড়ি দমকল কেন্দ্রেও। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় NDRF টিমকে। এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি ঘুঘুডাঙা এলাকায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন। প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে থাকেন তাঁরা। হুড়োহুড়ি লেগে যায়। এই ঘটনা আরও একবার উসকে দেয় ভোপাল বিভীষিকার স্মৃতি।

পাহাড়ে গোর্খাদের সমস্যা নিয়ে সংবেদনশীল,

সমাধান নিয়ে বড় ইঙ্গিত মোদীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১০০ দিনের টাকা সহ একাধিক ইস্যুতে ফের একবার তৃণমূলকে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি চা বলয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে চাওয়ালা বলেও পরিচয় দিলেন তিনি। একই সঙ্গে পাহাড়ে গোর্খা সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে। যা খুবই তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিকমহল।নিজের রক্ত দিয়ে সেই চিঠি দেন তিনি। নীরজ জিম্বা বলেন, পাহাড় সমস্যা সমাধান কেউ চায় না। তবে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কাশ্মীর সহ সীমান্ত সমস্যা মিটিয়েছেন সেভাবেই পাহাড় সমস্যা মেটাতে পারবেন বলেও দাবি করেন বিজেপি বিধায়ক। এই ইস্যুতে মুখ খোলেন আরও এক বিজেপি বিধায়ক।

এই অবস্থায় ভোটের মুখে মোদীর মুখে গোর্খা সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। রেল থেকে সড়ক কীভাবে উন্নয়ন হচ্ছে তাও উল্লেখ করেন। নরেন্দ্র মোদী বলেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য একটা স্পষ্ট রোডম্যাপ আছে। বিশেষ করে এখানকার চা, পর্যটক এবং কাঠের ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।সামনেই লোকসভা নির্বাচন । নির্বাচনের মুখে ফের একবার পাহাড়ে গোর্খাদের সমস্যা উঠে এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে। বলেন, পাহাড়ে গোর্খা ভাইবোনেদের সমস্যা আছে। আর সেই সমস্যার প্রতি বিজেপি সবসময় সংবেদনশীল। চিন্তা দূর করতে বিজেপি নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর ।শুধু তাই নয়, সমস্যা সমাধানে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও চাঞ্চল্যকর দাবি তাঁর । তবে সমস্যা সমাধানে ঠিক কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি এদিন প্রধানমন্ত্রী। তবে নির্বাচনের মখে প্রধানমন্ত্রীর এহেন দাবি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। শান্ত পাহাড়কে উস্কানি দিয়ে বিজেপি ভোট পেতে চাইছে বলে তোপ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের।

বলে রাখা প্রয়োজন, পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে দিনের পর দিন আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়েছে পাহাড়। মাসের পর মাস আন্দোলনে স্তব্ধ থেকেছে গোটা এলাকা। রক্তাত্ব হয়েছে দার্জিলিং। আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছে পাহাড়ের একাধিক হেরিটেজ ঐতিহ্য। যদিও পরিস্থিতি এখন অনেকটাই শান্ত। যদিও গত কয়েকদিন আগে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন খোদ দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক নীরজ জিম্বা।

সন্দেশখালিকাণ্ডের ৬৪ দিন পর

থানার ওসি বদল

সন্দেশখালি: নিউজ সারাদিন : দেরিতে হলেও বোধোদয় জেলা ও রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের। সন্দেশখালি কাণ্ডের ৬৪ দিনের মাথায় সন্দেশখালি থানার ওসি বদল করে দিল জেলা পুলিশ প্রশাসন। শনিবার সকালে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর হাসান মেহেদী রহমান। তাতে জানানো হয়েছে, সন্দেশখালি থানায় বর্তমানে যিনি ওসি ছিলেন, সেই বিশ্বজিত সাঁপুইকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বসিরহাট থানায়।সেখানে লক্ষাধিক মানুষের সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগেই শনিবার সকালে জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে নতুন করে আরো ৬ টি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আগামী ১০ তারিখ রাত ১২ টা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে বলে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও ওই দিনই কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের জনগর্জন সভার ডাক দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু নতুন করে এই ১৪৪ ধারা(১৪৪)জারীর ফলে সন্দেশখালি থেকে সেই সভায় মানুষের যোগদান করতে যাওয়া নিয়েও সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেও মনে করছেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের একাংশ।আর বসিরহাট পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ওসি গোপাল সরকারকে

এরপর ৩ পাতায়

TENDER

TENDER NOTICE

Percentage rate tender invited vide **NIT No. 10_2nd Call/Rampara-I GP/2023-2024 With Vide Memo No. - 81/ Ram-I/15th CFC (Tied)/2023-24, Dated :- 07-03-2024** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **18-03-2024 up to 1.00 PM**. Interested contractors may visit NOTICE BOARD of Rampara-I Gram Panchayat, under Beldanga-II Block, MSD.

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

সন্দেশখালির 'বাঘে'র বিরুদ্ধে এবার খুনের চেষ্টার

ধারা রুজু করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

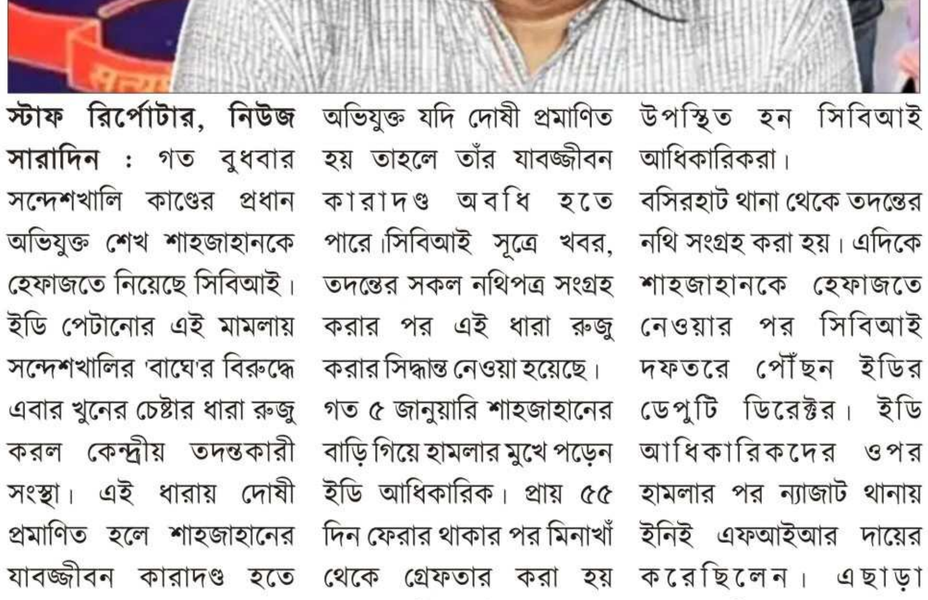

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বুধবার সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই। ইডি পেটানোর এই মামলায় সন্দেশখালির 'বাঘে'র বিরুদ্ধে এবার খুনের চেষ্টার ধারা রুজু করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই ধারায় দোষী প্রমাণিত হলে শাহজাহানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

এরপর বৃহস্পতিবার মামলার নথি সংগ্রহের পর সিবিআই আধিকারিকরা বুঝতে পারেন, রাজ্য পুলিশ কিংবা সিআইডির তরফ থেকে শাহজাহানের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার কোনও ধারা প্রয়োগ করা হয়নি। এরপর সন্দেশখালির 'বাদশা'র বিরুদ্ধে আইপিসি ৩০৭ ধারা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। এই ধারায় অভিযুক্ত যদি দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অবধি হতে পারে।সিবিআই সূত্রে খবর, তদন্তের সকল নথিপত্র সংগ্রহ করার পর এই ধারা রুজু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহানের বাড়ি গিয়ে হামলার মুখে পড়েন ইডি আধিকারিক। প্রায় ৫৫ দিন ফেরার থাকার পর মিনাখাঁ থেকে গ্রেফতার করা হয় সন্দেশখালির এই নেতাকে।

গত বুধবার এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত শাহজাহানকে হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতার কাস্টডি পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই আর সময় নষ্ট না করে সেদিন থেকেই শুরু জেরা শুরু করে দেয় তারা। এরপর বৃহস্পতিবার বসিরহাট থানায় উপস্থিত হন সিবিআই আধিকারিকরা।

বসিরহাট থানা থেকে তদন্তের নথি সংগ্রহ করা হয়। এদিকে শাহজাহানকে হেফাজতে নেওয়ার পর সিবিআই দফতরে পৌঁছন ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর। ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার পর ন্যাজাট থানায় ইনিই এফআইআর দায়ের করেছিলেন। এছাড়া সন্দেশখালিতে আক্রান্ত এক ইডি আধিকারিকও গিয়েছিলেন নিজাম প্যালেসে। গত ৫ জানুয়ারি ঠিক কী ঘটেছিল তা তদন্তকারীদের জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ইডির ওপর হামলার পর ৫৫ দিন ফেরার ছিল শাহজাহান। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি মিনাখাঁ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে রাজ্য

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

মোদীর সভায় যাওয়ার আগে অভিজিত বললেন বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চাই

প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় হল বিজেপির প্রাইজ ক্যাচ। বাংলায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বরাবরই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং বিজেপি বিরোধী। তলে তলে কেউ কেউ বা বিজেপিকে সমর্থন করলেও মুখে লাজ রয়েছে অনেকেরই। অভিজিতেক সামনে রেখে বিজেপি দেখাতে চাইছে, বাংলায় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলেও তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে।

১-ম পাতার পর

শাহজাহানের মোবাইল ফোন কোথায়? বিস্ফোরক তথ্য এক্স হ্যান্ডেলে দিলেন শুভেন্দু

৯৭৩৩৮ ০৪৫০৬ শেখ শাহজাহান ব্যবহার করত বলে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। এছাড়া শাহজাহান লুকিয়ে থাকার সময় কাদের ফোন করেছেন সেই তালিকা পাওয়া যাবে মোবাইল নেটওয়ার্ক সংস্থার কাছ থেকে। কিন্তু মোবাইল না পেলে জানা যাবে না শাহজাহানের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের বিষয়ে। দুটি মোবাইল ছিল শেখ শাহজাহানের বলে খবর।গোয়েন্দা কর্তারা মনে করছেন এই দুটি ফোন হাতে পেলেই শাহজাহান লুকিয়ে থাকার সময় কাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন সেই তথ্য মিলবে। এই মোবাইল ফোন পুলিশের শীর্ষ কর্তার কাছে আছে বলে আজ, শনিবার বিস্ফোরক তথ্য নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিকে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করে শেখ শাহজাহানকে। আর এখন শাহজাহান সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন। শাহজাহানকে হাতে পেলেও তাঁর মোবাইল পাননি সিবিআই অফিসাররা। তাই শাহজাহানের মোবাইল কোথায়? এই প্রশ্ন এখন উঠতে শুরু করেছে। গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি করতে যায় ইডি। সেখানেই শাহজাহানের সাঙ্গপাঙ্গরা ইডি অফিসারদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। শাহজাহান ফোন করে আক্রমণ সংগঠিত করেছিল বলে মনে করেন গোয়েন্দারা। কারণ ফোনের টাওয়ার লোকেশন দেখেই ইডি অফিসাররা নিশ্চিত হন তখন বাড়িতেই ছিলেন শাহজাহান। তারপরেই বেপাত্তা হন। ৫৬ দিন পর তাঁকে ধরা গেলেও দুটি মোবাইল ফোনের খোঁজ নেই। আর আজ এই বিষয়ে সিবিআই অফিসারদের খোঁজ করতে বলেন শুভেন্দু অধিকারী।

১-ম পাতার পর

ব্রিগেডে ভিন্ন চেহারায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, খোঁজ নিলেন সভা প্রস্তুতির

দেখলেন সাধারণ মানুষই বা তাঁদের অবস্থান থেকে মঞ্চে উপস্থিত সকলকে দেখতে পাচ্ছেন কী না। এ ছাড়াও তিনি কথা বললেন উত্তরবঙ্গ থেকে আগত সদস্য, সমর্থকদের সঙ্গেও। সব মিলিয়ে সভার আগে একপ্রস্থ আয়োজনের দেখভাল করে গেলেন তিনি। এ দিকে শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা শনিবার। আর রবিবার রয়েছে তৃণমূলের সভা। তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, জনগর্জন সভার জন্য চাওয়া ট্রেন পাওয়া যায়নি। ইচ্ছা করে উত্তরবঙ্গের লোকেদের আটকে রাখার পরিকল্পনা করছে বিজেপি।

২ পাতার পর

সন্দেশখালির 'বাঘে'র বিরুদ্ধে এবার খুনের চেষ্টার ধারা রুজু করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

পুলিশ। এরপর শাহজাহানকে সিবিআই হেফাজতে হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি। শেষ অবধি গত মঙ্গলবার সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতাকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। তবে সেখানে গিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি। শেষ অবধি বুধবার সন্ধ্যায় শাহজাহানকে সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করে সিআইডি।

২ পাতার পর

সন্দেশখালিকাণ্ডের ৬৪ দিন পর থানার ওসি বদল

পাঠানো হচ্ছে সন্দেশখালি থানার ওসি দায়িত্ব নিতে। এতদিন পর কেন এই সিদ্ধান্ত সে সম্পর্কে যদিও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কোন উত্তর মেলেনি। তবে কি সন্দেশখালির বিদায়ী ওসি বিশ্বজিত সাপুইর সঙ্গে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা এবং উত্তম সরদারদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া ছিল ?সেই কারণেই কি এত আস্ফালন শেখ শাজাহান বাহিনীর ? হঠাত এই বদলি? সেই প্রশ্ন তুলে দিল রাজনৈতিক মহল। কারণ এর আগে সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া সন্দেশখালির প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক নিরাপদ সর্দারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তারিখ এবং এফআইআরে লেখা তারিখের ভুলের জন্য খেশরাত দিতে হয়েছিল বসিরহাট থানার আইসি কাজল চট্টোপাধ্যায়কে। গত সপ্তাহে তাকেও সরিয়ে দিয়েছিল জেলা পুলিশ প্রশাসন। ফের শনিবার সন্দেশখালি থানার ওসির বদল ঘিরে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে খোদ পুলিশ মহলেই। সন্দেশখালিকান্ডের প্রতিবাদে রবিবার সন্দেশখালিতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জনসভা করবেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

লোকসভা ভোটে 'একলা চলো'র সিদ্ধান্তেই অটল মায়াবতী

লখনউ: নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে সপা-কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে ভাঙন ধরিয়ে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটলই রইলেন বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী। শনিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফের একবার বসপার 'একলা চলো' নীতিতে অটল থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছেন বহেনজি। সেই সঙ্গে এনডিএ কিংবা ইন্ডিয়া জোটে সামিল হওয়া নিয়ে 'গুজবে' কান না দেওয়ার জন্যও দলীয় সমর্থকদের অনুরোধ জানিয়েছেন।সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক দফায় বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছেন বহেনজি। মুসলিম অধ্যুষিত কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত রামপুর, আজমগড়, আমরোহায় সপা-কংগ্রেস প্রার্থীদের হাতে দাপুটে সংখ্যালঘু নেতাদের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুসলিম ও যাদব ভোটে ভাগ বসাতে প্রার্থী তালিকায় দুই সম্প্রদায়ের একাধিক নেতাকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে উত্তরপ্রদেশে একলা চলোর পথে হাঁটলেও অন্যান্য রাজ্যে স্থানীয় দলগুলির সঙ্গে আসন সমঝোতার পথে হাঁটবেন কিনা, তা স্পষ্ট করেননি বহেনজি।এদিন সমাজমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডেলে (পূর্বতন টুইটার) বহেনজি লিখেছেন, 'দেশজুড়ে লোকসভা ভোটে একলা লড়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত বিএসপি। একলা লড়াইয়ের মতো ক্ষমতা রয়েছে দলের। সংবাদমাধ্যমের একাংশ গত কয়েকদিন ধরে বসপাকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এতে সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাই নষ্ট হচ্ছে।' শুধু এখানেই থামেননি বহেনজি। কংগ্রেস ও সপা জোটকেও নিশানা করেছেন। দলিতদের স্বঘোষিত মসিহা অভিযোগ করেছেন, 'বসপা একা লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিরোধী জোটের (পড়ুন সপা-কংগ্রেস) নেতাদের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। তাই বসপা জোটে সামিল হচ্ছে বলে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।'

সঙ্ঘের বৈঠকে উঠতে পারে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে হওয়া মহিলাদের উপরে অত্যাচার, কৃষক আন্দোলন ও মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে ভোটের আগে বৈঠকে বসছে আরএসএসের নীতি নির্ধারক গোষ্ঠী অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা। আগামী ১৫-১৭ মার্চ নাগপুরে ওই বৈঠক হবে। আগামী বছর আরএসএসের একশো বছর পূর্তি হতে চলেছে। ফলে আগামী এক বছর দেশ জুড়ে কী ভাবে প্রচার চালানো হবে তা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।সূত্রের মতে, আরএসএস চায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, জনসংখ্যা আইন, স্বদেশির ব্যবহার বাড়ানোর মতো বিষয়গুলি যাতে বিজেপির লোকসভা ইস্তাহারে জায়গা করে নিতে পারে। নড্ডার উপস্থিতিতে ওই বিষয়গুলি আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। এ ছাড়া আরএসএসের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশ জুড়ে কমপক্ষে এক লক্ষ শাখা গঠনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বিশেষত মহিলাদের আরএসএসে যোগদান বৃদ্ধিতে মহিলা শাখার সংখ্যা বৃদ্ধির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগে হতে যাওয়া ওই বৈঠকে সঙ্ঘের নীতিগত বিষয়গুলি ছাড়াও মূলত সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সূত্রের মতে, বৈঠকে সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হওয়ার কথা। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের কারণে জনসংখ্যার ভারসাম্য টলে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই সরব সঙ্ঘ পরিবার। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের উপরে নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় মহিলারাই এগিয়ে আসায় বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সূত্রের মতে, গেরুয়া শিবির চাইছে ওই এলাকাগুলিতে নির্যাতিত হিন্দু মহিলারা আরও এগিয়ে এসে মুখ খুলুন। রাজনীতিকদের মতে, সন্দেশখালির মহিলারা যত বেশি অত্যাচারের বিষয়ে সরব হবেন তত লোকসভার আগে মেরুকরণের হাওয়া বইবে পশ্চিমবঙ্গে। লাভ হবে বিজেপির। সেই কারণে সন্দেশখালির বিষয়টি নিয়ে বিশদে আলোচনার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মণিপুরে যে ভাবে মেইতেইদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, যে ভাবে বিদেশ থেকে আসা অস্ত্রের সাহায্যে কুকি জঙ্গিরা হামলা চালাচ্ছে তা নিয়েও সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লোকসভার পরেই হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ওই রাজ্যে কৃষকেরা কেন্দ্র-বিরোধী ধর্নায় বসে আছেন। তাঁদের আটকাতে বিভিন্ন সময়ে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে হরিয়ানার বিজেপি শাসিত মনোহরলাল খট্টরের সরকারকে। এই আবহে প্রতিনিধি সভার বৈঠকে বিষয়টি ওঠার কথা রয়েছে। সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ চাষীদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়ার পক্ষে থাকলেও, যে ভাবে কৃষকেরা সময়ে-সময়ে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করেছেন তার সমালোচনায় সরব হয়েছে ওই কৃষক সংগঠন। এখন লোকসভা ও তার পরে বিধানসভা ভোটের আগে কোন পথে এগোলে রফাসূত্র বার হতে পারে তা নিয়ে আলোচনায় বসতে চলেছে প্রতিনিধি সভা।পাশাপাশি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির মতো বিতর্কিত বিষয় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। গোটা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর পক্ষে সরব আরএসএস। ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ড সরকার সে রাজ্যের বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাশ করিয়েছে। গোটা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন চালুর প্রশ্নে আগামী দিনে কী ভাবে এগোনো যায় তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করার কথা ওই প্রতিনিধি সভার সদস্যদের। সূত্রের মতে, বৈঠকে বিজেপির পক্ষ থেকে জাতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

শ্রীমান মহাপ্রভুর ৫৩৮ তম আবির্ভাব তিথি ও দোল উৎসব পালন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ব্লকের শ্রী ধাম মায়পুরের ইসকন মন্দিরে শুরু হলো আসন্ন দোলউৎসব এর শুভ সূচনা । এদিন পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে শুরু হয়ে গেল শ্রী চৈতন্যদেবের ৫৩৮ তম আবির্ভাব তিথি বা গুরু পূর্ণিমা উৎসব। মায়াপুর ইসকনের গুরু মহারাজ সমন্বয়ে বিশেষ পূজা পাঠ ও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। আগামী ১২ মার্চ বিশ্বের সমস্ত দেশের ভক্তদের সমন্বয়ে শুরু হবে নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা জনসংযোগ আধিকারীক রসিক গৌরাঙ্গ দাস প্রভু জানান।

জানাযায় ,প্রতি বছরের মতো এবারও নদীয়ার নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ইসকন মন্দিরে ফিরে আসবে এই পরিক্রমা। আগামী ২৫ শে মার্চ অর্থাৎ শ্রী কৃষ্ণের দোলযাত্রার দিন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের সন্ধিক্ষণে হবে বিগ্রহের মহাভিষেক অনুষ্ঠান। মায়াপুর ইসকন মন্দিরে গুরু পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে ইতিমধ্যেই বিশ্বেরবিভিন্ন দেশ থেকে দেশীও বিদেশি ভক্তরা আসতে শুরু করেছে। সমস্ত দেশের ভক্তদের আগমনে মায়াপুর ইসকন মিনি ওয়ার্ল্ডে পরিণত হবে বলে দাবি ইস্কন কর্তৃপক্ষের। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাগমের ফলে এইখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতারা উভয়েই লাভবান হবেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ১০ মার্চ, ২০২৪ রবিবার ২৬ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

গঙ্গার নীচ দিয়ে কবে থেকে মেট্রোসফর করতে পারবেন সাধারণ যাত্রীরা? ঘোষণা করে দিলেন কর্তৃপক্ষ

১৫ মার্চ থেকে চালু হয়ে যাচ্ছে গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটে চলা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। ওই দিন থেকেই যাত্রীরা এই মেট্রোয় সওয়ার হতে পারবেন। আগামী শুক্রবার থেকে নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত এবং জোকা-তারাতলা মেট্রোপথের মাঝেরহাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত অংশেও মেট্রো চলাচল শুরু হবে।নদীর উপরের জলস্তর থেকে ৩৩ মিটার নীচে তৈরি হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর জোড়া সুড়ঙ্গ। নদীখাতের থেকে আরও ১৩ মিটার গভীরে পলিমাটির ভিতর দিয়ে গিয়েছে সেগুলি। জোড়া সুড়ঙ্গের পেট চিরে ছুটবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। তবে জলে নেই সুড়ঙ্গ। রয়েছে নদীখাতের পলিমাটির মধ্যে। অর্থাত, মেট্রোযাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাবে গঙ্গা। কখন গঙ্গার নীচ দিয়ে ট্রেন ছুটছে সেটা জানা যাবে ট্রেনে বসেই। ৫২০ মিটার সুড়ঙ্গপথ পার হওয়ার সময়ে যাত্রীদের বিশেষ অনুভূতি দিতে নীল রঙের এলইডি আলো বসানোর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে ওই পথটুকু পার হতে সময় লাগবে দেড় মিনিটেরও কম।শুধু তা-ই নয়, গঙ্গা দিয়ে মেট্রো যাওয়ার সময় যাত্রীরা ফোনে কথা বলতে পারবেন। এ জন্য উচ্চমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। নদীর তলায় মাটির গভীরে বসেছে অপটিক্যাল ফাইবার। তাই, ইন্টারনেটও ব্যবহার করা যাবে। গত ১ মার্চ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড-সহ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর বিভিন্ন স্টেশনের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, হাওড়া এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়। শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে। তবে রবিবার মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে। সারা দিনে মোট ১৩০টি মেট্রো যাত্রীদের পরিষেবা দেবে। ব্যস্ত সময়ে ১২ মিনিট অন্তর এবং অন্য সময়ে ১৫ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে।

রুবি-গড়িয়া মেট্রোপথে ২০ মিনিট অন্তর পরিষেবা পাওয়া যাবে। সকাল ৯টায় দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে রুবি এবং গড়িয়া স্টেশন থেকে। শেষ মেট্রো ছাড়বে বিকেল ৪টে ৪০ মিনিটে। তবে এই মেট্রোপথে শনিবার এবং রবিবার কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না।

জোকা-তারাতলা মেট্রোপথের মাঝেরহাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত অংশে ২৫ মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া যাবে। দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল সাড়ে ৮টায়, শেষ মেট্রো দুপুর বিকেল ৩টে ৩৫ মিনিটে। এখানেও শনিবার এবং রবিবার মেট্রো পরিষেবা মিলবে না।জোকা-তারাতলা মেট্রোপথের মাঝেরহাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত অংশে ২৫ মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া যাবে। দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল সাড়ে ৮টায়, শেষ মেট্রো দুপুর বিকেল ৩টে ৩৫ মিনিটে। এখানেও শনিবার এবং রবিবার মেট্রো পরিষেবা মিলবে না।

জিএমের ঘোষণার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) কৌশিক মিত্র বলেন, 'হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়। আর শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ১২ মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া যাবে।'

গত ৬ মার্চ গঙ্গার নীচের মেট্রোপথের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে একাধিক মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের পর স্কুলপড়ুয়াদের সঙ্গে মেট্রো সফরও করেন তিনি। তবে উদ্বোধন হয়ে গেলেও কবে থেকে যাত্রীরা এই মেট্রোয় সফর করতে পারবেন, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল। অবশেষে শনিবার দুপুরে কলকাতার মেট্রো ভবনে একটি সাংবাদিক বৈঠকে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) জানিয়ে দিলেন, আগামী শুক্রবার সাধারণ যাত্রীদের জন্য খুলে যাবে মেট্রোর দরজা।

মেটিয়াবুর্জের পশুপতিনাথ মন্দিরে ভোগ বিতরণ

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : মেটিয়াবুর্জের ১নং ওয়ার্ডের টিজি রোডে অবস্থিত পশুপতিনাথ শিব মন্দিরে ঐতিহ্যগতভাবে মহা শিবরাত্রি উৎসব উদযাপিত করা হল। এ উপলক্ষে ভোলেনাথের ভোগ খির বিতরণ করা হয়। উপরোক্ত তথ্য জানান সুরদা বাহাদুর সোনার পপুল দাই। তিনি জানান, শিব ও পার্বতীর পূজা, আরতি ও হবন করা হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই জানান, এই মন্দিরটি প্রাচীন হওয়ায় দূর দূরান্ত থেকে মানুষ পশুপতিনাথ শিব মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ধনঞ্জয় সিং, ১নং ওয়ার্ড তৃণমূল সভাপতি রাম নরেশ যাদব, চন্দ্র বাহাদুর সোনার, সঞ্জয় জয়সওয়াল, শচীন রবিদাস প্রমুখ।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কারণ, সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবী হলেন, জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতী। তিনি বিদ্যা জ্ঞান দানকারী দেবী। তিনি মর্তলোকে সকলকে বিদ্যা আর জ্ঞান দান করেন। তাই মানুষ বিদ্বান আর জ্ঞান লাভের আশায় সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবীর পূজা করে থাকেন। মানুষ কালেকালে, যুগেযুগেই জ্ঞান পিপাসু। মানুষ জ্ঞানের সন্ধানে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। জ্ঞানলাভের জন্য মানুষ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে, এরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

করা কেশী ও পিঙ্গলবস্ত্রধারী মুনিদের কথা জানতেন । বৌদ্ধদের মতে শিব হলেন দেবপুত্ত। দীঘ নিকায় গ্রন্থে লেখা আছে বেন্হু বা বিষ্ণু ও ঈশান বুদ্ধকে দেখতে এসেছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এসে উমা, বিনায়ক, আয়াপ্পান ও স্কন্দ সহ নানা গ্রামদেবতার মত শিব দেবলোকে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই ইতিহাস আদি অনাদিকাল ধরে বয়ে চলেছে,হিন্দু শাস্ত্র মতে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা হলেন মহাদেব। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও মানুষ সৃষ্টির মূল কারিগর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তবে ইতিহাস আজো আমাদের অজানা। ইতিহাস যে চিরন্তন সত্য কথা বলে, সে কথা অস্বীকার করার মতো কেউ নেই। বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন এই পৃথিবীতে বসবাস করা কোনও মানুষেরই মৃত্যু হত না। ফলে একটা সময়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর খবার শেষ হতে শুরু করেছিল। সে সময়ই যম রাজ প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় ঘটালো মানুষের। কারণ এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসাটা খুব দরকার ছিল। আর সেই কাজটিই করেছিলেন যোম রাজ। কিন্তু এর প্রভাবে মানুষের মনে মৃত্যু ভয় এমন ঢুকে গিয়েছিল যে তাদের সব সময়ই মনে হত তারা মরে যাবেন। এমনকি এই ভয়ের কারণে শরীরও ভাঙতে শুরু করেছিল। সে সময়ই ভগবান শিব মানবজাতির হাতে তুলেছি এক ব্রহ্মাস্ত্র, যে অস্ত্রের বলে ভয়ের উপর জিত সম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কি ছিল জানেন? মাহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি তিনি মৃত্যুঞ্জয়,তাই এই মন্তের নাম হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

ওঁ হূম জূম স্বহা ওঁ ত্রৈয়ম্বকম্ব য়জামহে
সূগন্ধিম্ পুষ্টিবর্ধনম ।
উর্বারূকমিব বন্ধনাম
ত্যুরমোক্ষিয় মামৃতাত ॥
ওঁ স্বহা জূম হূম ওঁ

ত্রৈয়ম্বকম্ব : তিন নেত্র বা চোখ আছে যার।
য়জামহে : যার আমরা পুজো করি।
সূগন্ধিম : সুগন্ধ যুক্ত।
পূষ্টি : যা শক্তি যোগায়।
বর্ধনম : যা বৃদ্ধি করে বা শক্তি যোগায়।
উর্বারূকমিব : শশার মত।
বন্ধনাম : বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন যিনি।
মৃত্যুর : মৃত্যু থেকে।
মোক্ষিয় : মোক্ষলাভ।
মামৃতাত : মোক্ষলাভ থেকে মুক্ত করে।বাংলা ভাবার্থ : যার তিনটি নেত্র রয়েছে যিনি জগতের লালন পালন করেন। তার কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। ঠিক যেমন একটি শশা পরিপক্ব হয়ে তার শাখা প্রশাখার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ঠিক তেমনই আমরা যখন জ্ঞানের আলোকে পরিপক্ব হয়ে উঠব তখন যেন আমরা মুক্তি লাভ থেকে বঞ্চিত না হই অর্থাৎ মোক্ষলাভ করতে পারি।

"প্রসঙ্গত, চার লাইনে ভাঙা এই মন্ত্রটির প্রতিটি লাইনে আটটা চিহ্ন রয়েছে, যা উচ্চারণ করার সময় সারা শরীরজুড়ে একটা কম্পন ছড়িয়ে পরে। এই কম্পনই শরীরে ভেতরে থাকা হাজারো ক্ষতকে নিমেষে সারিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই মন্ত্রটি। আধুনিক কালে এই মন্ত্রটিকে নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে মন্ত্রটি পাঠ করার সময় মস্তিষ্কের অন্দরে থাকা নিউরনগুলি এতটাই অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে ধীরে ধীরে মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তিরও উন্নতি ঘটে।মানব জাতির উন্নতির একমাত্র ভরসা ও আরদ্ধ দেবতা শিব। সেই কারনে কাশ্মীরে লেখা হয় শিবসূত্র। দক্ষিণে রাবণ ছিলেন শিবের উপাসক। বিষ্ণুভক্ত আড়বারদের মত শৈব নায়নার গোষ্ঠী শিবভক্তিতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের মত উচ্চনীচ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। তামিল ভাষায় রচিত হয় ভক্তিবাদী 'দেবারম্ স্তোত্র। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় হয় শৈব দর্শন অনুসরণকারী। দক্ষিণী আগম শাস্ত্রের মত শিব পুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ রচিত হয়েছে উত্তর ভারতে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও অতিকায় শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। তামিল 'শিবপ্পু' বা রক্তবর্ণ থেকে হয়তো শিব শব্দের উৎপত্তি। রাঢ়ের রক্ত মৃত্তিকার সঙ্গে কান্তারবাসী রুদ্র শিবের মিল অনেক। বাংলায় তিনি গঞ্জিকাসেবী ভুঁড়িওয়ালা এক আলাভোলা ব্যক্তি। চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে। মালদা মুর্শিদাবাদে গাওয়া হয় গমীরা ও গম্ভীরা। কথিত আছে, এক সাধু শিব ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, কে ছিল তার বাবা? এই প্রশ্নের উত্তরে শিব জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন তার বাবা। এরপরই ফের আবার সেই সাধুটি শিব ঠাকুরের কাছে জানতে চায়, তার দাদুর নাম কি ছিল? শিব জানায়, তার দাদু ছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এই উত্তর জেনেও দমে থাকেন নি সাধু। তিনি জানতে চান, শিবের প্রপিতামহ কে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুনে চমকে যান ওই সাধু। শিব জানায়, সে নিজেই নিজের প্রপিতামহ। কেন বলেছিলেন জানেন, সে কথায় অনুসন্ধানে যা বেরিয়ে এলে সেটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছে।ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না।বিষ্ণু বললেন,'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।'এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। বিষ্ণু শ্বেতবরাহের রূপ ধরে নিচে নেমে গেলেন। এক হাজার বছর ধরে তাঁরা সেই লিঙ্গের উৎস খুঁজে ফিরলেন, কিন্তু পেলেন না। তখন তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এসে প্রার্থনা শুরু করলেন। একশো বছর প্রার্থনার পর একটি ওঁ-কার ধ্বনি তাঁদের শ্রুতিগোচর হল এবং এক পঞ্চানন দশভুজ দেবতার আবির্ভাব ঘটল তাঁদের সম্মুখে। ইনিই মহাদেব শিব।বিষ্ণু বললেন, 'ব্রহ্মা আর আমি যুদ্ধ করে ভালোই করেছি। সেই জন্যই তো আপনি আবির্ভূত হলেন।' শিব উত্তরে বললেন, 'আমরা একই সত্ত্বার তিনটি অংশ। আমরা ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও আমি ধ্বংসকর্তা। আমার শরীর থেকে রুদ্র নামে আর এক সত্ত্বার জন্ম হয়েছে। যদিও রুদ্র আর আমি একই সত্ত্বা। ব্রহ্মা, আপনি এবার সৃষ্টিকর্ম শুরু করুন।' এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের রাজহংস ও বরাহের রূপ পরিত্যাগ করলেন। তবেই পুরাণ-লোকশ্রুতি অনুসারে শিব-গৌরীর বিয়ের স্থানটি উত্তরাখণ্ডে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে। মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই পৌরাণিক জনপদটি ছিল হিমালয় রাজার রাজধানী। এই বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর নারায়ণ গৌরীকে সমর্পণ করেন শিবের হাতে। চৈত্রে শিবগাজন উৎসব অনেকের মতে হর-কালীর বিয়ের অনুষ্ঠান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন,'শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-কালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহ-ই প্রচ্ছন্ন।' তবে বিজ্ঞানের মতবাদ অনুযায়ী কোনো বস্তু কিছু না থেকে সৃষ্টি হয়ে কিছু না তে শেষ হয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সমস্ত বস্তু শিব থেকে এসেছে আবার সেটি শিবে মিশে যাবে। শিব গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে বিরাজ করে। এক কথায় বলা যায় শিবই হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। বিজ্ঞানের কথায় শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে ও শক্তির অন্য রূপ শিবের কোন সৃষ্টি ও বিনাশ নেই। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিবের অনেক রূপ রয়েছে। সবগুলোই আমি নিজে থেকে বহু ক্ষেত্রে বহুভাবেই উপলব্ধি করেছি, জীবনে চলার পথে অনেক বাধা অতিক্রম করে স্বয়ং শিব জেন আমাকে বারবার রক্ষা করেছে এই ধামেতেই।

আমাদের কখন মৃত্যু হয় যখন আমাদের শরীরে এনার্জি অর্থাৎ শিব থাকেনা। এক কথায় বলা যায় শিব হীন দেহ শবে পরিণত হয়। অতএব আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে শিব অবস্থান করে।শিব পুরান অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ১১টি রুদ্রের রূপ রয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ওই পিন্ডটির অভ্যন্তরীণ যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা শিবের তান্ডব নৃত্যের ফলে হয়ে ছিল। আর এই নৃত্য কে কসমিক ড্যান্স বলে। শিবের এই রূপকে নটরাজ বলে। নটরাজ এর পিছনের গোলাকার চূড়াটি ব্ল্যাকহোল কে নির্দেশ করে। শিবের নৃত্যের এনার্জির ভাইব্রেশান থেকে এই চক্রের সৃষ্টি। চক্র অপর নাম পৃথিবী ,এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি পিন্ড থেকে। ওই পিন্ডটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে এই পিন্ডটির উৎপত্তি কোথা থেকে? কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এর সঠিক বাখ্যা দিতে পারেননি। কোন রহস্যময় ঘটনার ফলে এই পিন্ডটির উৎপত্তি। কিন্তু এই পিন্ডটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। এই রহস্যময় জিনিসটি হল অসমিত এনার্জি ও উর্জাতে পরিপূর্ণ ছিল। আর এই রহস্যময় জিনিসটি হল সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা শিব। এই পিন্ডটির কখনও বিনাশ নেই। আর শিবেরও সৃষ্টি, বিনাশ নেই।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

কোনো কাজই করতে দিচ্ছে না 'মুগ্ধ' কাঞ্চন, জানালেন শ্রীময়ী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বহু আলোচনার শেষে কাঞ্চন মল্লিক গাঁটছড়া বাঁধেন শ্রীময়ী চট্টরাজের সাথে। গত শনিবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন তারা। কাঞ্চনের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেই শ্রীময়ী বদলে ফেলেছেন পদবি। নিজেকে বার কয়েক 'মিসেস মল্লিক' বলে সম্বোধনও করছেন। এই মুহূর্তে বিধায়ক-অভিনেতার টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটেই সংসার পেতেছেন তাঁরা। রবিবার ছিল কালরাত্রি, সোমবার বৌভাত ও ফুলশয্যা। সকালে ছিল ভাত-কাপড়ের অনুষ্ঠান। শ্রীময়ী স্থানীয় একটি গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'কাঞ্চন আমাকে তো কিছুই করতে দিচ্ছে না, একটু চা-ও বানাতে দিচ্ছে না। বলছে, শুধু বিশ্রাম নাও, আর মুগ্ধ হয়ে দেখছে৷ ৬ মার্চ কাঞ্চন-শ্রীময়ীর রিসেপশনের অনুষ্ঠান। এই মুহূর্তে নতুন স্ত্রীকেই গোটা সময়টা দিচ্ছেন বিধায়ক-অভিনেতা কাঞ্চন। স্ত্রীকে শুধুই আরাম করার পরমার্শ দিয়েছেন। শ্রীময়ীর কথায়, 'আমাকে ও এবং ওর দাদা-বৌদি কেউই কোনও কাজ করতে দিচ্ছে না। তবে সোমবার ঘরোয়া বৌভাত, খানিক জোর করেই বলেছি, রাতে মাংস রান্না করব ও মটন বিরিয়ানি হবে।'

শ্রীময়ীর কথায়, 'আমাকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে আর কাঞ্চন বলছে, 'বিয়ের পর তোকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে'। আসলে, বিয়ের আগে তো প্রেমটা করিনি, আমরা সব সময় আলোচনা করতাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এখন প্রেম করার সুযোগ পাচ্ছি।'

শুধুই যে সারা দিন স্ত্রীকে নয়ন মেলে দেখছেন, তেমনটা নয়, স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্যও পালন করছেন কাঞ্চন। বিয়ের পর সোনার নোয়াবাঁধানো ও সোনার চেন দিয়েছেন স্ত্রীকে। আপাতত ৬ তারিখের অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি মল্লিকবাড়িতে।

পাপারাৎজিদের দেখে বেবিবাম্প লুকালেন পরিণীতি চোপড়া?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত বছরের সেপ্টেম্বরে বিয়ে হয় পরিণীতি চোপড়ার। রাঘব চাড্ডাকে বিয়ে করেন তিনি। ভালোবাসার বিয়ে, একসঙ্গে পড়তেন তারা। সেখান থেকেই আলাপ। এরপর যা হয়, প্রথমে বন্ধুত্ব, ক্রমে সেই বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। সম্প্রতি বিমানবন্দরে পাপারাৎজির ক্যামেরা বন্দি হয়েছেন ওই নায়িকা। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে গুঞ্জন; মা হচ্ছেন এই নায়িকা! ঢিলেঢালা পোশাকে এই নায়িকাকে দেখেই চলছে আলোচনা। তাকে দেখেই নেটিজেনদের একটা বড় অংশের প্রশ্ন এখন একটাই। অনেকেরই ধারণা, ক্যামেরা দেখতে পেয়েই বেবিবাম্প লুকোনোরও চেষ্টা করছেন পরিণীতি।

যদিও মা হওয়া নিয়ে অতীতেও মুখ খুলেছেন পরিণীতি। জানিয়েছিলেন, সন্তান দত্তক নেওয়ারও ইচ্ছে রয়েছে তার। এমনকি বাচ্চা তার খুবই প্রিয়। নিজেও মা হতে চান। এবার সেই স্বপ্নই সত্যি হচ্ছে কী? অবশ্য রাঘব অথবা পরিণীতি এখনও এ নিয়ে মুখ খোলেননি।

গত বেশ কিছু সময় ধরে বলিউড থেকে দূরেই আছেন তিনি। এর আগে, জানা গিয়েছিল সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার 'অ্যানিম্যাল' সিনেমায় কাজ করার কথা ছিল। যদিও পরে তিনি বাদ পড়েন। পরিণীতিকে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে সন্দীপ বলেছিলেন, তিনি যে রকম 'গীতাঞ্জলি' চাইছিলেন তা পরিণীতির কাছে পাচ্ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে ওই চরিত্রে অভিনয় করেন রাশ্মিকা মান্দানা। আগামী দিনে ইমতিয়াজ আলির 'চমকিলা'তে দেখা যাবে পরিণীতিকে।

শুধু বিয়ে নয়, ছিল পশুর জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা: মুগ্ধ অমিতাভ

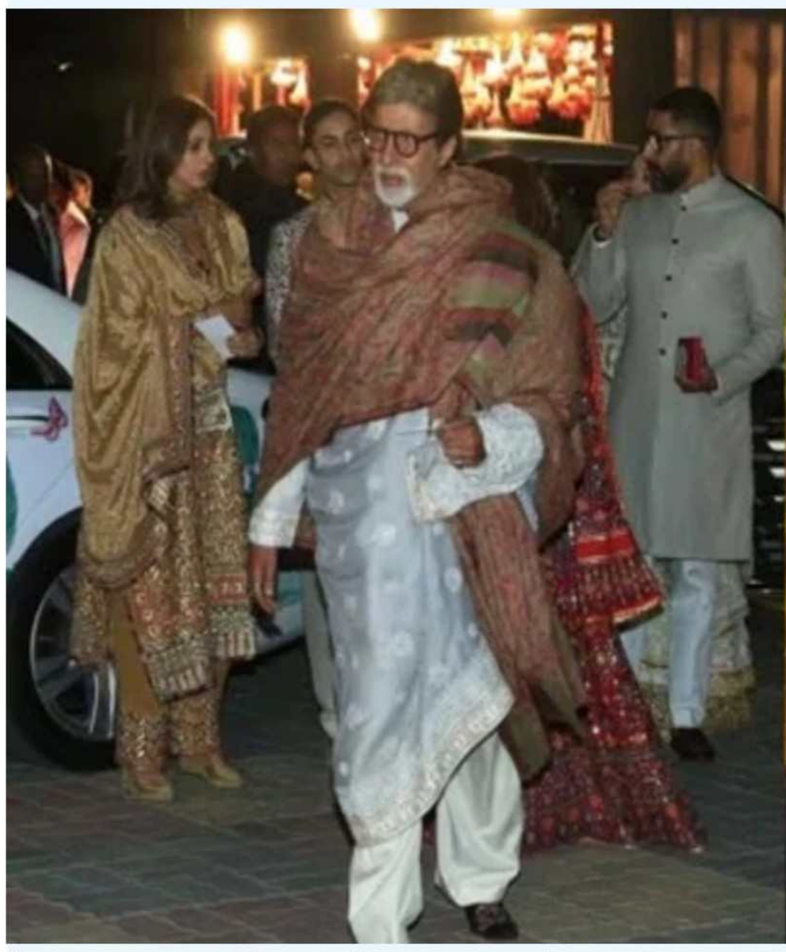

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বচ্চন পরিবারের সঙ্গে আম্বানি পরিবারের সখ্যতা দীর্ঘ দিনের। স্বাভাবিকভাবেই অনন্ত-রাধিকার প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বচ্চন পরিবার। রবিবার বিকেলেই আম্বানিদের ডাকে জামনগরে সপরিবারে পৌঁছেছিলেন অমিতাভ-জয়া। সঙ্গে ছিলেন শ্বেতা, নভ্যা এবং অগস্ত্যও। গিয়েছিলেন অভিষেক-ঐশ্বর্য এবং তাঁদের মেয়ে আরাধ্যাও। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে পৌঁছেও একসঙ্গে বসে উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে অভিষেক-ঐশ্বর্য ও আরাধ্যাকে।

বাড়ি ফিরে অনন্ত-রাধিকার বিলাসবহুল প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিজের ব্লগে লিখেছেন বিগ বি। একই সঙ্গে রবিবার মুম্বাইয়ের বাংলো জলসার বাইরে ভক্তদের ভিড়টাকেও তিনি মিস করেছেন, সেই নিয়েও লিখেছেন। অমিতাভ লেখেন, 'জলসার দরজা রবিবার খোলেনি। কিন্তু বিয়ের দরজা খুলেছে। বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম, এই সবেমাত্র ফিরলাম'।

এরপরই অভিনেতা আরও কথা বলেছেন অনন্ত-রাধিকার বিলাসবহুল প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠান এবং ভান্তারা অ্যানিম্যাল রিলিফ ফেসিলিটি নিয়ে। বিগ বি জানিয়েছেন, 'এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। শুধু বিয়ের পরিবেশ নয়, ভান্তারা পশুর ত্রাণ সুবিধা। শুভকামনা, এটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং প্রাণীদের জন্য সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক সেটআপ। অবলা জীবদের এই খামারে নিয়ে এসে সেবা সুশ্রুষা করা হয় এবং তাদের লালন-পালন করা হয়।'

বিগ বি লিখেছেন, 'এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা যা শুধুমাত্র দেখলেই বিশ্বাস করতে পারবেন। অভিজ্ঞতার আনন্দ এবং পরমানন্দ, এর থেকে বেশি আর কী বলব। আপনাদের সকলের অবশ্যই দেখা উচিত। সত্যিই গৌরবের। শ্লোকগুলির, মন্ত্রগুলির উচ্চারণ এবং হোস্টদের দ্বারা তৈরি করা সত্যিকারের ঐশ্বরিক পরিবেশ এব আশেপাশে পরিবেশৃ অবিশ্বাস্য'।

বরাবরই বচ্চন পরিবারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত আম্বানিরা। এর আগে আকাশ ও ইশা আম্বানির বিয়েতে বেশ ঘটা করে যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল অমিতাভ বচ্চনের পরিবারকে। জুলাই মাসে বিয়ে রাধিকা আর অনন্তের। তবে প্রি ওয়েডিং জমকালো হয়েছে জামনগরে। তিন দিনের তারকাবহুল এই অনুষ্ঠানে রিয়ানা থেকে মার্ক জুকারবার্গ, ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ঘুরে গিয়েছেন।

'ডন থ্রি; এর জন্য কিয়ারা আদভানি নিচ্ছেন ১৩ কোটি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফারহান আখতারের ডন এবার শাহরুখ খান হচ্ছে না। নতুন ডন হচ্ছেন রণবীর সিং। আর প্রিয়াঙ্কার জায়গায় থাকছেন কিয়ারা আদভানি। শোনা যাচ্ছে, ডনের জন্য আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিকও নিচ্ছেন কিয়ারা। বলিউড হাঙ্গামা জানায়, 'ডন থ্রি'র জন্য কিয়ারা নিচ্ছেন ১৩ কোটি টাকা! শোনা যাচ্ছে, 'ওয়ার ২' সিনেমার থেকেও নাকি তিনি বেশি টাকা চেয়েছেন 'ডন'-এ অভিনয়ের জন্য। হৃতিক ও জুনিয়র এনটিআরের সঙ্গে 'ওয়ার ২'-এ দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। আর যশরাজ ফিল্মসের সেই সিনেমার থেকেও প্রায় দ্বিগুণ পারিশ্রমিক 'ডন থ্রি'র জন্য দাবি করেছেন অভিনেত্রী। নির্মাতারাও খুশিমনে তাঁর পারিশ্রমিক মেনে নিয়েছেন।

খবরটি সত্যি হয়ে থাকলে এই মুহূর্তে বলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীর তালিকায় নাম লেখালেন কিয়ারা।

এর আগে গত মাসে 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে কিয়ারার অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন নির্মাতা ফারহান আখতার। একটি স্বাগত টিজার পোস্ট করে 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে কিয়ারাকে স্বাগত জানান এই ফারহান। এর পর থেকেই রণবীর-কিয়ারা জুটির জাদু দেখার অপেক্ষায় অনুরাগীরা।

২০০৬ সালে মুক্তি পায় ফারহান আখতার পরিচালিত 'ডন', যেখানে শাহরুখ খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, বোমান ইরানিকে দেখা গিয়েছিল।

ভবিষ্যতে মিয়ামিতে

মেসির সাথে জুটি বাঁধতে চান নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভবিষ্যতে ইন্টার মিয়ামিতে আবারও আর্জেন্টাইন সুপার স্টার লিওনের মেসির সাথে একই দলে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। মেসি ও নেইমার বেশ ভাল বন্ধু। বার্সেলোনা ও পিএসজিতে তারা একসাথে খেলেছেন। কিন্তু গত অক্টোবরে হাঁটুর ইনজুরিতে পড়ে এখনো মাঠের বাইরে থাকাও এবারের গ্রীষ্মে কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের হয়ে তার খেলা হচ্ছে না, যে কারণে আর্জেন্টাইন মেসির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেছে। ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে মেসিকে দলে নেওয়ার পর মিয়ামি একে একে তার বার্সেলোনা সতীর্থ সার্জিও বাসকুয়েটস, জোর্দি আলবা ও লুইস সুয়ারেজকে দলে ভিড়িয়েছে। মেসি কি তার বন্ধুকে মিয়ামিতে নিয়ে যাচ্ছে কিনা অথবা নেইমার নিজেই মিয়ামিতে খেলতে আগ্রহী কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'আশা করছি আবারও আমরা একই ক্লাবে খেলতে পারব। লিও একজন অসাধারণ মানুষ। সবাই তাকে ফুটবলের মাধ্যমেই চিনে। আমি মনে করি এই মুহূর্তে সে দারুণ আনন্দে আছে। আর সে যদি খুশি থাকে তবে আমিও খুশি।'

আল-হিলালের এই ফরোয়ার্ড আগস্ট পর্যন্ত মাঠের বাইরে চলে গেছেন। শনিবার তিনি বাহরাইন গ্র্যান্ড প্রি ফর্মূলা ওয়ান দেখতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। পিএসজির হয়ে নেইমার ও মেসি লিগ শিরোপা জয় করেছেন। কিন্তু প্যারিসের জায়ান্টদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সাফল্য দিতে পারেননি। ৩২ বছর বয়সী নেইমার স্বীকার করেছেন পিএসজিতে তারা যে একসাথে ছিলেন ওই সময়টা ছিল ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে সময়। দু'জনই ২০২৩ সালে পিএসজি ছাড়েন। মেসি মেজর লিগ সকারে (এমএলস) ও নেইমার দুই বছরের চুক্তিতে সৌদি পেশাদার লিগের ক্লাব আল হিলালে যোগ দেন। ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমার পিএসজিতে থাকার সময়ই এমএলএস'এ খেলার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। গত বছর যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ব্রাজিলে থেকে তিনি অবসর নিবেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে নেইমার বলেছেন, 'আমি জানি না। এটা নিয়ে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। জানি না ব্রাজিলে আবারও খেলা হবে কিনা। আমি যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে অবশ্যই পছন্দ করব। সত্যি বলতে কি অন্তত এক মৌসুম আমি সেখানে খেলতে চাই।'

এমবাপের নৈপুণ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের

শেষ আটে পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মৌসুম শেষে পিএসজি ছাড়ার জোর গুঞ্জনের মাঝেই কিলিয়ান এমবাপে জ্বলে উঠলেন দারুণভাবে। চমৎকার ফিনিশিংয়ে করলেন দুটি গোল। রেয়াল সোসিয়েদাদকে ফের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল লুইস এনরিকের দল।

সোসিয়েদাদের মাঠে ০৫ মার্চ রাতে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে ২-১ গোলে জিতেছে পিএসজি। প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে নেওয়া এমবাপে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। শেষ সময়ে মিকেল মেরিনোর গোলে স্বাগতিকদের পরাজয়ের ব্যবধানই কমে শুধু। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ গোলের অগ্রগামিতায় পরের ধাপে জায়গা করে নিল ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা।

পঞ্চম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় পিএসজি। বক্সে ফাবিয়ান রুইসের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে এমবাপের ডান পায়ের শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। দশম মিনিটে এমবাপের পাসে কাছ থেকে বারকোলার শট ঠেকান সোসিয়েদাদ গোলরক্ষক আলেক্স রেমিরো।

পঞ্চদশ মিনিটে দারুণ গোলে দলকে এগিয়ে নেন এমবাপে। উসমান দেম্বেলের থ্রু বল বক্সের ভেতর বাঁ দিকে নিয়ন্ত্রণে নেন তিনি। এরপর প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে জায়গা বানিয়ে ডান পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ান বিশ্বকাপ জয়ী তারকা।

প্রথম লেগেও দলের প্রথম গোলটি করেছিলেন এমবাপে। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চলতি মৌসুমে ৪০ গোলে সম্পৃক্ত থাকলেন তিনি (৩৩ গোল, ৭ অ্যাসিস্ট)। সংখ্যাটা বাড়তে পারত ২৯তম মিনিটে। ডান দিক থেকে বারকোলার পাসে কাছ থেকে এমবাপের নিচু শট কোনোমতে পা দিয়ে ঠেকান রেমিরো।

আক্রমণে আধিপত্য ধরে রেখে প্রথমার্ধে গোলের জন্য ৬টি শট নিয়ে ৪টি লক্ষ্যে রাখে পিএসজি। এই সময়ে সোসিয়েদাদের ২ শটের একটি লক্ষ্যে ছিল। ৫৬তম মিনিটে গোলের সংখ্যা বাড়িয়ে দলকে শেষ আটের পথে এগিয়ে নেন এমবাপে। মাঝমাঠ থেকে লি কাং-ইনের বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে ডান পায়ের শটে কাছের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৬৯ ম্যাচে এমবাপের গোল হলো ৪৬টি। চলতি মৌসুমে ৬ গোল করে যৌথভাবে সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি। ৬৩তম মিনিটে সোসিয়েদাদের আন্দের বারেনেক্সিয়া হেডে পিএসজির জালে বল পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। ৭৯তম মিনিটে বেনাত তুরিয়েন্তের প্রচেষ্টা দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা।

নির্ধারিত সময় শেষের এক মিনিট বাকি থাকতে সান্ত্বনাসূচক গোলটি পায় সোসিয়েদাদ। ডান দিকের বাইলাইনের কাছাকাছি থেকে একজনের শট দোন্নারুম্মা ঠেকানোর পর ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে লক্ষ্যভেদ করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মেরিনো।

অবসর নিতে ওয়্যাগনারকে

বাধ্য করা হয়েছে , দাবি টেইলরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নিল ওয়্যাগনারের অবসর নেওয়ার পুরো বিষয়টি ভালোভাবে নিতে পারছেন না রস টেইলর। এ নিয়ে বিস্ফোরক এক মন্তব্য করেছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক। তার দাবি, ক্যারিয়ারের ইতি টানার জন্য বাঁহাতি ফাস্ট বোলারকে বাধ্য করা হয়েছে।

ওয়্যাগনারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বলতে কেবল ছিল টেস্ট ক্রিকেটই। এই সংস্করণে ৬৪ ম্যাচের সবশেষটি খেলেন তিনি গত ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে। হ্যামিল্টনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওই ম্যাচে দুই ইনিংসে একটি করে উইকেট নেন ৩৮ ছুঁইছুঁই এই পেসার।

ওই সিরিজের পর কিউই কোচ গ্যারি স্টেডের সঙ্গে আলোচনায় ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ দেখে ফেলেন ওয়্যাগনার। তখন বুঝতে পারেন বেজে গেছে শেষের ঘণ্টা। এরপর যখন জানতে পারেন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান সিরিজের বিবেচনায় নেই তিনি, তখনই নিয়ে ফেলেন বিদায় বলে দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কোচকে পাশে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে অশ্রুভেজা চোখে অবসরের ঘোষণা দেন ওয়্যাগনার। টেইলরের মতে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার এক সময়ের সতীর্থ। ইএসপিএনের 'অ্যারাউন্ড দা উইকেট' পডকাস্টে বললেন, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে খেলতে চেয়েছিলেন ওয়্যাগনার।

টেইলর বলেন, "আমার মনে হয়, এখন সবকিছু খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। এখন আর এখানে কোনো আড়াল নেই; আমার কাছে মনে হয় অবসরের জন্য তাকে (ওয়্যাগনার) বাধ্য করা হয়েছে। ওয়্যাগনারের সংবাদ সম্মেলন যদি শোনেন, সে অবসরের ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু সেটা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ টেস্টের পর। সিরিজটির জন্য নিজেকে সে প্রস্তুত রেখেছিল।"

অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পরও ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টের স্কোয়াডে ওয়্যাগনারকে রাখে নিউ জিল্যান্ড। ওই ম্যাচে বদলি হিসেবে ফিল্ডিংও করেন তিনি। কিউইদের ১৭২ রানে হেরে যাওয়া ওই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লাগে উইল ও'রোকের। ক্রাইস্টচার্চে পরের ম্যাচে খেলতে পারবেন না তরুণ এই পেসার।

ও'রোকের ছিটকে পড়ায় অবসর ভেঙে ওয়্যাগনারকে ফেরানোর একটা সম্ভাবনার কথা শোনা যায়। প্রথম টেস্টের পর নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক টিম সাউদিও উড়িয়ে দেননি সেই সম্ভাবনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই পথে হাঁটেনি স্বাগতিকরা। ও'রোকের বদলি হিসেবে বেন সিয়ার্সকে দলে ডাকে তারা।

টেইলর মনে করছেন, বাঁচা-মরার ম্যাচে ওয়্যাগনারকে দলে ফেরানো উচিত ছিল নিউ জিল্যান্ডের। তার মতে, এই পেসারের অনুপস্থিতি অস্ট্রেলিয়াকে স্বস্তি দিচ্ছে।

টেইলর বলেন, "আর এরপরও তাকে নির্বাচন করা হয়নি, আমি মনে করি, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করা দরকার, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই একটি টেস্ট জিততেই হবে এমন পরিস্থিতির। নিল ওয়্যাগনারকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে এই ম্যাচের দলে চাইব না। আর আমি নিশ্চিত যে, সে দলে না থাকায় অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।"

দুই টেস্টের সিরিজে সমতা ফেরাতে আগামী শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠের লড়াই শুরু করবে নিউ জিল্যান্ড।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের

টিকিটের দাম ১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত-পাকিস্তান। ৯ জুন নিউইয়র্কে বিশ্বকাপের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ভারত ও পাকিস্তান। বিশ্বকাপ শুরুর তিন মাস আগেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের দাম আকাশ ছোঁয়া অবস্থা। রি-সেল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের সর্বোচ্চ দাম পৌঁছেছে ১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। রি-সেল প্ল্যাটফর্মগুলো হলো- 'স্টাবহাব' বা 'সিটগিক'। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) অফিসিয়াল টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ছয় ডলার বা ৪৯৭ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের অফিসিয়াল মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪শ' ডলার বা ৩৩,১৪৮ টাকা। কিন্তু আইসিসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে টিকিট কিনে তা পুনরায় বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি হওয়া টিকিট কিনে, আবার সেটি বিক্রি করাতে টিকিটের দাম এখন আকাশা ছোঁয়া। রি-সেল সাইটে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচের টিকিটের দাম ৪০ হাজার ডলার বা ৩৩ লাখের বেশি টাকা। প্ল্যাটফর্ম ফিতে যোগ করা হলে এটির মূল্য হচ্ছে ৫০ হাজার ডলার বা ৪১ লাখ টাকার বেশি। 'স্টাবহাব' প্ল্যাটফর্মে দাম হয়েছে ১ লাখ ৭৫ হাজার ডলার বা ১ কোটি ৪ লাখ টাকা। যদি প্ল্যাটফর্ম চার্জ এবং অতিরিক্ত ফি যোগ করা হয় তাহলে সেটি হয়ে যাচ্ছে ২ লাখ সাড়ে ২২ হাজার ডলার বা ১ কোটি ৮৪ লাখ টাকাতে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের দামই প্রমাণ করছে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ক্রিকেট জনপ্রিয় হতে যাচ্ছে।

২০২৪-২৫ থেকে নতুন ফরম্যাটে

শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নতুন ফরম্যাট নিয়ে লম্বা সময় ধরে আলোচনা হচ্ছে। এবার সেটি চূড়ান্ত করেছে উয়েফা। ২০২৪-২৫ মৌসুম থেকে নতুন ফরম্যাটে খেলবে দলগুলো। যেখানে থাকছে না কোনো গ্রুপপর্ব। ৩৬ দল অংশগ্রহণ করবে প্রতিযোগিতায়।

গতকাল উয়েফার ওয়েবসাইটে নতুন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফরম্যাটের বিস্তারিত জানানো হয়। যেখানে প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিটি দল আটটি করে ম্যাচ খেলবে। এরপর শুরু হবে নকআউট পর্ব। বর্তমানে গ্রুপপর্বে খেলা হলেও আগামী মৌসুম থেকে থাকছে না এই পর্ব। নতুন ফরম্যাটে প্রাথমিক র‍্যাংকিং অনুযায়ী চারটি পটের প্রতিটিতে ৯টি করে দল জায়গা পাবে। এরপর ড্রয়ের ভিত্তিতে প্রতিটি পট থেকে একটি দলের দুটি করে প্রতিপক্ষ নির্বাচন করা হবে এবং প্রতিটি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে একবারই মুখোমুখি হবে ওই দল; এই আট ম্যাচের চারটি তারা খেলবে ঘরের মাঠে এবং অন্য চারটি প্রতিপক্ষের মাঠে।

যদিও পয়েন্ট হিসেব থাকছে আগের মতোই। প্রতিটি ম্যাচে জয়ী দল ৩ পয়েন্ট করে পাবে। আর ড্র হলে পাবে ১ পয়েন্ট। প্রাথমিক পর্বে পয়েন্ট তালিকার প্রথম আট দল সরাসরি শেষ ষোলোয় কোয়ালিফাই করবে। আর টেবিলের ৯ থেকে ২৪ নম্বরে থাকা দলগুলোর মধ্যে হোম-অ্যাওয়ে দুই লেগের প্লে-অফ লড়াই শেষে আটটি দল পাবে শেষ ষোলোর বাকি আটটি টিকেট। বর্তমান ফরম্যাটের মতো শেষ ষোলো থেকে ফাইনাল পর্যন্ত খেলে যাবে দলগুলো।

অশ্বিনের রেকর্ড, তিন দিনেই উড়ে গেল ইংল্যান্ডের 'বাজবল'!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : তিন দিনেই শেষ ধর্মশালা টেস্ট। শনিবার সকালে ইংল্যান্ড ব্যাট করতে নামতেই যদিও মনে হয়েছিল এমনটা হতে পারে। সিরিজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা ইংল্যান্ড বুঝিয়ে দিল ফলাফল যাই হোক তারা আগ্রাসী ক্রিকেটই খেলবে। আর তাতেই ভারতের মাটিতে আটকে গেল বাজবলের দৌড়। ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার পর এই প্রথম টেস্ট সিরিজ হারলেন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। ইনিংস এবং ৬৪ রানে ধর্মশালায় জিতল ভারত।

এ সিরিজে প্রথম ম্যাচ ছাড়া একটি ম্যাচও জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। যত ম্যাচ এগিয়েছে, তত বোঝা গিয়েছে ভারতের মাটিতে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গিয়েই ভুগছে ইংল্যান্ড। তবে বেন স্টোকসদের খেলায় কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ যাদবেরা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গেলে ভাল ব্যাটারদেরও ভুগতে হয়। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ জো রুট। তিনি এই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন। আবার চতুর্থ ম্যাচে ক্রিজে থেকে মন্থর ইনিংস খেলে শতরানও পেয়েছিলেন। তাতে যদিও ভারতের জয় আটকাতে পারেননি। কারণ একজন ব্যাটার দিয়ে ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতা কঠিন।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। টেস্টের এক ইনিংসে এ নিয়ে ৩৬ বার ৫ উইকেট নিলেন এই স্পিনার, যা ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। আজ তিনি ছাড়িয়ে গেছেন অনিল কুম্বলেকে (৩৫ বার)। এর পাশাপাশি আরেকটি কীর্তিও গড়েছেন অশ্বিন। মুরালিধরন, ওয়ার্ন ও কুম্বলের পর চতুর্থ বোলার হিসেবে নিজের ১০০তম টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন তিনি।

প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ২১৮ রানের জবাবে ভারত আজ অলআউট হয় ৪৭৭ রানে। ২৫৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ইংল্যান্ড গুটিয়ে যায় ১৯৫ রানে। সফরকারীদের ইনিংস ব্যবধানে হারাতে বড় অবদান নিজের ১০০তম টেস্ট খেলতে নামা রবিচন্দ্রন অশ্বিনের।

আইপিএলে নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসছেন ধোনি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দরজায় কড়া নাড়ছে আইপিএল। ২২ মার্চ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে ১৭তম আসরের। এই আসর শুরু হওয়ার আগে ৪ মার্চ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হঠাৎ একটি রহস্যময় পোস্ট দেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক মাহেন্দ্র সিং ধোনি। তিনি লিখেন, 'নতুন মৌসুম ও নতুন দায়িত্বের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না। সঙ্গে থাকুন।'

অবশ্য রহস্যময় পোস্টটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাল হয়ে যায়। ধোনির ভক্ত-সমর্থকরা অনুমান করতে শুরু করেন কি সেই নতুন দায়িত্ব। কেউ কেউ লিখছেন ধোনি হয়তো এবার মেন্টর হিসেবে আসবেন। কেউ কেউ বলছেন কোচ হবেন। আর কেউ কেউ লিখছেন অধিনায়ক ও মেন্টরের দায়িত্ব পালন করবেন। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত দলের মেন্টরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ধোনি। এছাড়া আইপিএলে গৌতম গাম্ভীর মেন্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR